নরকের দ্বার প্রান্ত থেকে ছিনিয়ে
Scantched from the corridors of hell
একটি রূপান্তরিত জীবনের গল্প
The story of a transformed life

ভূমিকা

আমি গল্পটি লেখার সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে দীর্ঘদিন চিন্তা করেছিলাম, এটার একটা সহজ কারণ ছিল যেহেতু আমার পিছনের অতীতগুলো প্রায়ই ভুলে যেতে বসেছিলাম, কিন্তু আমি অবশেষে উপলব্ধি করলাম এই অসাধারণ এবং অনন্য অভিজ্ঞতা শুধু আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, অন্যকে জানানো উচিত । আমার এই গল্প সেই সব মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে যারা ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করবে ।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার অভিজ্ঞতা অন্যদের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে, আমি আমার জীবনে গভীরে কখনোই প্রবেশ করিনি, কারণ কিছু দৃশ্য বর্ণনা করা এতটাই কঠিন ছিল যে এই পুস্তিকায় আশাহীন মানুষকে আশা দেবার জন্য । আমি পরিবর্তিত হয়েছিলাম কয়েকটি লাইন পড়ার পরে, যদি আপনি সত্যিকারে আপনার পরিবর্তন চান, একটি নতুন জন্ম, একটি নতুন জীবন, একটি নতুন শব্দ ।

“এই ক্ষুদ্র প্রয়াস উপভোগ করতে থাকুন”

নরকের দ্বার প্রান্ত থেকে ছিনিয়ে

এই কয়েকটি পাতার মাধ্যমে আমি জানতে চাই অবশেষে পাওয়া সত্য এবং সত্যিকার্থে জীবনের অর্থ। এটা খুব সহজ নয়, একটি দুঃখার্ত এবং বেদনাদায়ক জীবন পিছনে ফিরে তাকানো, কিন্তু বিলম্বিত হলেও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে কিনা আমার জীবনকে পুনঃনির্মাণ করেছে।

যখন আপনার কোন আশা থাকে না, চারিদিকে শুধু দুঃখ, কষ্ট, যখন তোমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই, শুধু মনে হয় মৃত্যুই শেষ পরিণতি?

কিন্তু কে বা কারা সত্যিই একটি জীবন পুনঃনির্মাণ করতে পারে এই আশাহীন জীবনে। প্রায়ই আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, কেন পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়েছিল, কি উদ্দেশ্য আছে এই দুঃখ কষ্ট ভরা পৃথিবীতে!! যখন থেকে আমার জন্ম হয়েছে, আমি শুধু হতাশা আর ব্যর্থতায় বুঝতে দেরি করেছি জীবনের এই প্রক্রিয়া।

কেউ কেউ বলে থাকে, আমাদের জন্ম হয়তো একটি ভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্যজ্ঞান তারকা হিসাবে। কিন্তু আমি খুব দ্রুত এর সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম, আমার জন্ম হয়েছিল সবচেয়ে হতভাগ্য তারকা হিসাবে ঘরে কখনো কোনই অস্তিত্বই ছিল না।

অনেক নারীদের মত, আমার মাও ভাবতো তার সাক্ষাৎ হয়েছিল একজন তুলনাহীন মানুষের সঙ্গে। সে তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকতো, হয়তো হাতে কিছু না থাকলেও এক গুচ্ছ ফুল থাকবে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, অতি সত্ত্বরই আমার মা বুঝতে পারলো আমার বাবা খুবই উদ্বিগ্ন এবং ক্রমশই তার সঙ্গে প্রচন্ড আক্রমণাত্বক হয়ে উঠতে থাকে।

তার সংসারিক জীবনে কেন ভাল সময় ছিল, দিনের পর দিন মাসের পর মাস প্রতিনিয়তঃ তাকে মেনে নিত হয় মারামারি, নির্যাতন, ভয়াবহতা।

আমাদের জীবনে খুব কম সময়ই ছিল মুখে হাসি, শান্তি এবং আনন্দ। সব সময়ই যেটা দেখা যেত অশ্রু গড়িয়ে গাল বেয়ে বেয়ে পড়ছে।

এটা বহু বছর আগের ঘটনা যে স্মৃতিগুলো ছিল ৪ থেকে ৫ বছর বয়সের।

সেই স্মৃতিগুলো এখনো আমার মনে আছে কারণ যখন কোন শিশু প্রহারকৃত হয় এবং তার চোখের সামনে মাকে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হতে হয়, এই দৃশ্যগুলো তার মন থেকে সমগ্র জীবনেও ছেড়ে যায়নি, এবং ধীরে ধীরে বিষন্নতা ঘিরে ধরে এবং অনুভব করতে থাকি বিভিন্ন ধরণের শারিরিক প্রতিবন্ধকতা ।

৭ বৎসর বয়সে যখন জীবনে সবচেয়ে খারাপ সময় অতিবাহিত করছিলাম এবং আমি এটাকে এভাবে উল্লেখ করতে চাই "নরকের প্রথম দ্বারপ্রান্ত" ।

যদি আমি ভুল করে আমার বাবার পাশ দিয়ে হেটে যেতাম তখন তার স্নায়ুর চাপ বেড়ে যেতে এবং তখনও যে কোন অজুহাতে সে আমাকে প্রহার করতেন, আমি কখনোই শান্তিতে ছিলাম না, আমি নিজেকে সবসময় জিজ্ঞাসা করতাম কিভাবে আমি তার সম্মুখীন হব, কিভাবে তার সামনে কথা বললে, এটার সঠিক সময়টা কখন.......... আমি সব সময় চাপের মধ্যে থাকতাম যে কারণে আমার উপর খারাপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল । দিনের পর দিন আমি হয়ে উঠছিলাম সম্পর্ক ছিল, রাগান্বিত, বিশ্রামহীন ছোট বালক ।

আমি সবসময় সেইদিনগুলোর কথা মনে রাখবো যখন আমার বাবা হিংস্র পশুর মত রাগান্বিত হতেন, আমার মাথার চুল টেনে ছিড়ে ফেলতেন, আমাকে মাটি থেকে শূন্য তুলে ছুড়ে ফেলতেন এটা ছিল অনেকটা ঘরের ভাঙ্গা দরজা জানালার মত । আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়তে থাকত; আমি তখন অনুভব করতাম কোন সন্ত্রাসির হাতে আমার জীবন..... আমার নাক ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আমি বালিশে মাথা রাখতে পারতাম না, প্রচন্ড ব্যথার কারণ ছিল নাকের মধ্যে রক্ত জমাট বেধেঁ যাওয়া ।

ঐ দিনই, আমি আমার বাবার চোখে চোখ রেখে কম্পিত অবস্থায় বলেছিলাম, “বাবা, সাবধানে শুনো, আমি শপথ করছি যখন আমার ১৮ বৎসর বয়স হবে, আমি তোমাকে হত্যা করব” ।

এই কথাগুলো সেই সময় থেকে আজ অবধি আমাকে তাড়িত করছে । বছর পেরিয়ে গেলেও কোন কিছুই এখনো বদলায়নি । সহিংসতা বার বার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ।

এই দুভোর্গ প্রথমবারের মত শেষ হয়েছিল যখন আমার মা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ৩জন সন্তান নিয়ে, যাদের বয়স তখন ছিল ৪ বৎসর, ৮ বৎসর এবং ৯ বৎসর ।

কিন্তু তারপরক্ষণেই আমাকে নামতে হয়েছিল জীবন সংগ্রামে কিছু খাবার অন্বেষণে । আমার মা সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় পেত পরিচ্ছন্ন ভদ্র মহিলা হিসাবে । আমরা চরম দারিদ্রতার মধ্যে বাস করছিলাম এমন কি প্রায়ই আমাকে না খেয়ে থাকতে হতো । আমি তখন খুবই তরুণ, আমার বয়স সবে মাত্র ১১ কি ১২ । ঘরে কিছু টাকা নিয়ে ফেরার জন্য আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হতো ।

তা সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন অসুবিধা থাকাসত্ত্বেও আমি ছিলাম শান্ত, আমি নিজেকে একজন যোদ্ধা ভাবতাম এবং সফল হতে চেয়েছিলাম ।

এই দুঃখার্ত এবং অশ্রুভরা সময়টা এত সহজ ছিল না, কিন্তু এই গুলিই আমাকে আকৃতি দিয়েছিল, আমাকে ফিরিয়ে এনেছিল সাহসী হিসেবে। যে বালক পরিবারের স্বার্থে কোন কাজকে কখনো ভয় পায় না।

যখন আমি পরিণত বয়সে পর্দাপণ করলাম, আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাড়ী এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি বিক্রয় কোম্পানীতে আমাকে একজন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব দ্রুত সেরাদের তালিকায় উঠে এলাম, আমার সফলতা ছিল চোখে পড়ার মত এবং ঐ সময় আমার বেতন অনেক বেশি বেড়ে গেল। আমার বিভাগের সমস্ত বিক্রয় কর্মীর সাথে প্রতিযোগিতায় আমি জিতে গেলাম এবং আমাকে বিশ্ব ভ্রমণে অনুমতি দেওয়া হল এবং আমি আবিস্কার করতে শুরু করলাম সুন্দর দেশসমূহ যেমন, মরক্কো, সুইজারল্যান্ড, স্পেন এবং গ্রীস।

এটা ছিল আমার জীবনে খুব ভাল মুহুর্ত। এটা ভাল থেকে আরো ভালোর দিকে যাচ্ছিল। এবং আমি অনেক সুখানিভূতি উপলব্ধি করতে থাকলাম।

এত কিছুর পরেও, আমি কখনোই সন্তুষ্ট ছিলাম না আমার বিগত জীবনের জন্য। শিশু নির্যাতন, অনিরাপত্তা, দারিদ্র্যতার মধ্যে বেড়ে ওঠা। কেউ একজন আমাকে বাধ্য করতে ভাল কিছু করার এখন এবং সব সময়ের জন্য..... আমি সিদ্ধান্ত নিলাম নতুন একটি কোম্পানি খোলার জন্য।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমি একটি ভিডিও ভাড়ার ব্যবসায় সফল হলাম। টাকা আয়ের জন্য দোকানটা লাভজনক ছিল কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। আমি একটা রিয়েল এষ্টেট কোম্পানি (বাড়ি-নির্মাণ) খুললাম এবং খুব দ্রুত আমার টাকা বাড়তে থাকলো। এরপর আমি ব্যবহৃত স্বল্প ও অন্যান্য বহুমূল্য ধাতব পুনরায় বিক্রির জন্য একটা ফ্যাক্টরি খুললাম। এটা আপনার কল্পনাকেও ছড়িয়ে যাবে এটি থেকে আমি কি পরিমাণ টাকা উপার্জন করছিলাম।

আমার আয় আজকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার বলে লজ্জিত হতে হয় সেই সময় কি পরিমাণ উপার্জন করেছি।

এইসব কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে নিজেকে একজন বাস্তব সম্রাট হিসাবে গঠন করেছিলাম যেটা কিনা পরবর্তিতে বানিজ্যক বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে জন্য হয়। যে কারণে, আমি মাত্র ২০ বছর বয়সের মধ্যে সব কিছু পেয়েছি, যা কিছু আমি চেয়েছিলাম।

আমার একটি চমৎকার গাড়ি ছিল, সুইমিংপুল সহ বিশাল বড় একটা বাড়ি ছিল, একটা নৌকা এবং অনেক কিছু..... । আমি অনেক বাইরে চলে গেলাম, জীবনকে উপভোগ করার জন্য অনেক অর্থ নিক্ষেপ করা শুরু করলাম, চারিপাশে..... । প্রকৃত কোন কারণ ছাড়াই আমি আস্তে আস্তে ডুবে গিয়েছিলাম "নরকের দ্বার প্রান্তে" ।

তুমি নিশ্চয় এটা জানো, যখন তোমার প্রচুর অর্থ থাকবে তখন তোমার প্রচুর বন্ধুও থাকবে এবং পরিপূর্ণ জীবনে বসবাস করছিলাম । আমি তখন ভয়ানক বিশ্বের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলাম । আমার ইচ্ছা কেউ যেন এখানে যোগ না দেয় এমনকি এই সম্পর্কে জানুক ।

আমার অর্থ এবং সুনাম, খুব স্বাচ্ছন্দে সব কিছু খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছিল এর কারণ হচ্ছে আমি প্রতিনিয়ত অনেক লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করতাম, কিন্তু তারা কি ধরণের লোকজন ছিল!

আমার বন্ধু-বান্ধবীদের কেউ ছিল পতিতা এবং সমকামি। আমি তরুণ ছেলে-মেয়েদের সাথে চলাফেরা করতাম, যারা নিজেদের বিকিয়ে দিত এবং মাদক গ্রহণ করত ।

আমি প্রতিনিয়ত এ্যালকোহল গ্রহণ করছিলাম, প্রায়ই আমরা পার্টি করতাম এবং আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম অবশেষে এই ভাবেই আমি সুখি হতে পারবো এবং হৃদয়ের গুরুত্ব পূর্ণ হবে ।

আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম, একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে আবার ফিরে আসব জীবনে সব ব্যর্থতা এবং হতাশা ভুলে থাকার জন্য ।

নরকের দ্বার প্রান্তে আমার পতন আবার শুরু হল......

আমার মনে আছে কোন এক রাতে নাইট ক্লাবে পার্টির মধ্যে ছিলাম, যেখানে অ্যালকোহল এবং মাদক-এর স্থান সবার প্রথমে । হঠাৎ বাহিরের পার্কিং এলাকায় মানুষের ভিড় লক্ষ করলাম । আমি সেখানে গেলাম, আমার এক বন্ধু সেখানে শুয়েছিল । সে অতি মাত্রায় হিরোইন সেবনে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছিল । সে মরে যাচ্ছিল এবং আমাদের কোন কিছুই করার ছিল না তার জন্য । আমার চোখের সামনে চরম যন্ত্রণার মধ্যে মরতে দেখেছিলাম ।

এই ঘটনার পরে কি ঘটেছিল সেখানে, আমি খুবই খারাপ এবং হতাশাগ্রস্থ অনুভব করলাম । আমি কোনকিছুতে কোন স্বাদ পাচ্ছিলাম না । এমনকি আমার হৃদয় যা কিছু চেয়েছিল সবকিছু বিস্বাদগ্রস্থ এবং শূন্য মনে হচ্ছিল । আমি একাকিত্ব বোধ করলাম এবং আমার ভিতরটা ছিল অকার্যকর । আপনি কি কখনো অনুভব করেছেন একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছেন, সামনে শুধু পথ আর পথ এবং আপনি নিজেও জানি না এই

অজানা পথের শেষ কোথায়?

এই রকম পরিস্থিতি বছর ধরে চলছিল এবং সত্যিকার্থে আমার জীবনে একটা মুহুর্তও ছিল না যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, স্পর্শকাতর সুখগুলো খুব দ্রুত মিলিয়ে যেত। আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম নতুন কিছু, যেটা আমার জীবনকে অর্থবহ করে তুলবে।

আমার বিশ্বাস ছিল কোন একসময় আমি খুঁজে পাব, যখন আমি আমার বান্ধবীর সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তার সাথে একটা মেয়ে শিশু ছিল যার নাম "ভেনিসা"। কিন্তু আমি খুব দ্রুত আশাহত হয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম নিজেকে একটা উষ্ণ নীড় নির্মাণ করতে যেখানে আমি সুখি হতে পারবো এবং যখন আমি কাজ শেষে বাসায় ফিরবো, তখন চমৎকার একজন বাবা এবং প্রেমময় অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবো, সব সময় গভীর বিভ্রান্তি ও হতাশা পেছনে পড়ে থাকবে। আমি এখনও দ্বৈত জীবন যাপন করছি অন্ধকার পৃথিবীর পরিচিত বন্ধুদের সাথে।

এটা আমার কাছে কোন বিস্ময় ছিল না যখন আমার বান্ধবী আমাকে বলেছিল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের কোন এক সন্ধ্যায়, সে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে অন্য একজনের কাছে......... আমি ধরে নিলাম এটা ছিল কপালের লিখন......

কয়েক সপ্তাহ পরে সে প্রকৃতই আমাকে ছেড়ে গেল। যেন এক অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন, নতুন একটা, আমার জীবন হিসাবে যথেষ্ট সহ্য না হলেও, যথেষ্ট পরিক্ষিত।

এই বিচ্ছেদের দিনগুলো ছিল প্রচন্ড দুঃখার্ত এবং গভীর একাকিত্বের।

সর্বপরি আপনি নিচের লাইনগুলিতে পড়ে থাকবেন, আমি সে সম্রাজ্য তৈরি করেছিলাম সেই নিমেষেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল শুধুমাত্র একটা তাসের ঘরের মত!!

আমার প্রথম ব্যবসা, যেখানে আমি ছিলাম প্রধান সহযোগী, সেখান থেকে আমাকে প্রত্যাহার করা হয়, এবং গুটিয়ে নিতে বলা হয় এবং আমার জীবনের অনেক কিছু পরিবর্তন আমার জন্য এই ধারাবাহিকের এটা ছিল প্রথম অংশ।

এবং সেই একই সময়ে আমার রিয়েল এষ্টেট কোম্পানির ফলাফল খুবই খারাপ হতে লাগল এবং দেউলিয়া হবার ভয়ে আমি এটাকে বিক্রি করে দিলাম এবং আমার তৃতীয় ব্যবসা যেটা পুরানো স্বর্ণ এবং মূল্যবান ধাতব ক্রয় ব্যবসা, যেখানে আমি ছিলাম সর্বোচ্চ অংশীদার হিসাবে, কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফান্ড অপব্যবহার ও আত্মসাৎ-এর জন্য গ্রেফতারকৃত আসামির সম্পদ হিসাবে সব সম্পত্তি ক্রোক হলো এবং আমি দেশ-বিদেশ পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম এবং সবকিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবং এ কারণেই আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম নূন্যতম প্রয়োজনের মাঝে। আমি শারিরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং কোন কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এমতাবস্থায় আমার উপরোক্ত লাইন দু'টি বলার কারণ ছিল সর্বনাশ এবং ধারণাতীত অবস্থা, আমার মধ্যে কিছু একটা শিহরণ জাগাচ্ছিল, আমার জীবনে সব কিছু এক জায়গা থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে।

এক সন্ধ্যায় একাকি আমার এ্যাপার্টমেন্ট-এর ছাদের উপর বিষন্ন চিত্তে অশ্রুসিক্ত নয়ন থেকে ফোঁটাগুলো যখন গাল বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, ঠিক তখনি আমি অস্তিত্বহীনতার মুখোমুখি হলাম। আমার কান্না আমি থামাতে পারলমা না, আমি বুঝতে পারলাম আমার সমগ্র জীবন শেষ হয়ে যাবার পথে। এই বৃথা কান্নার কোন মূল্য নেই।

আমার জীবন যেন ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল। আমি এটার কোন পথ খুঁজে পেলাম না। আমি ছারখার হয়ে যাচ্ছিলাম, আমার সামনে দেওয়ালের মত দাড়িঁয়ে ছিল। বিষন্নতার দেওয়ালটা এতটাই উচুঁ ছিল যে আমি কোন আলো দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আমি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে, চিৎকার করে বলেছিলাম, ঈশ্বর তোমার যদি কোন অস্তিত্ব থেকে থাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে সাহায্য কর, নয়তো আমি এই দালান থেকে ঝাঁপ দিব। দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর এবং এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে পুনরাবৃত্তি করছিলাম, আমার জন্য কিছু একটা কর, আমাকে ক্ষমা কর........ কোন কিছুই আমার কাছে আরামদায়ক মনে হলো না। আমি যন্ত্রণায় দাড়াঁতে পারছিলাম না। এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিজেকে শেষ করে ফেলবো।

হঠাৎ, আমি অনুভব করলাম সমগ্র শরীর জুড়ে শান্তির শীতল আবেগ আমাকে জড়িয়ে ধরছে। আমার বহমান অশ্রু থেমে গেল এবং আমি বুঝতে পারলাম আমার কথা কেউ

শুনেছে। এখানে এমন কিছু একটা ঘটল যেটা ছিল অবিশ্বাস্য বর্ণনাতীত এবং সংবেদনশীল। আমি সু-সংবাদ স্বরূপ একটা আলো দেখতে পেলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিছানায় ঘুমাতে চলে গেলাম।

তারপর থেকে কিছু একটা ঘটে গেল, জীবন পরিবর্তনের জন্য। আমার কাছে মনে হয়, আমার কান্না এবং বিষন্নতা ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আপনি হয়তো শুনে অবাক হয়ে যাবেন, নয়তো আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়ে যাবে, আমার প্রথম পর্যবেক্ষণে, আমি একটি ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম, তখনও শান্তি ছিল, আমি শান্তিতেই ছিলাম।

এর কিছুদিন পরেই, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম যারা বাস করতো নিউ ক্যালর্ফোনিয়া। তারা শুনেছে আমি খুব দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে

জীবন যাপন করছি। তারা আন্তরিকতার সহিত আশা প্রকাশ করল আমি যেন তাদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করি। যেটা আমি মাস দু'য়েক পরে অতিবাহিত করেছিলাম।

আমার বসবাসের জন্য উপযোগী কিছু কুঁড়েঘর ছিল ডামবিয়াতে (এটি একটি ছোট শহর, রাজধানী থেকে কয়েক কিঃমিঃ দুরত্বে) এবং আমি সেখানে স্থানান্তরিত হলাম। আমাকে বিশ্বাস করুন, এটা এতটাই পার্থক্য ছিল আমার সাধের বিলাস-বহুল জীবনের সাথে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। *সেখানে কোন শৌচাগার ছিল না, ছিল না গোসল খানা/স্নানাগার, সব কিছুই খোলা আকাশের নিচে করতে হত!!*

আমি অভ্যস্থ ছিলাম বিলাস-বহুল বাড়ীতে জীবন-যাপনে। যেটা ছিল দক্ষিণ ফ্রান্স-এর পারপিসনৎন এর সবচেয়ে সৌখিন এলাকায়, চমৎকার গাড়ি এবং জানতাম না কি পরিমাণ টাকা খরচ করতে হবে, পূর্বের একজন কোম্পানির মালিক এবং ব্যবসায়িক অংশীদার হিসাবে, কিন্তু আমি এখন কুঁড়ে ঘরে বসবাস করতেছি যেখানে নাই কোন প্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা শুধু আমার সঠিক হিসাবে niaulis এবং bois-de-fer প্রজাতির এর শ্রেণীর গাছ (New Caledonian species of trees)।

কিন্তু আমি এই পরিস্থিতিকে গ্রহণ করলাম এবং মেনে নিলাম। কারণ এরচেয়ে খারাপ কোন কিছুই হতে পারে না যেটা আমি ভোগ করেছিল।

আমি প্রায়ই নদীর ধারে যেতাম যেটা আমায় ঘর থেকে ৩০ মিঃ দূরে, খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতাম ঈশ্বর তুমি আমাকে ধর, আমাকে পরিবর্তন কর এবং আমার জীবনে সবকিছু একসঙ্গে ফিরিয়ে দাও।

সবকিছু বদলাতে শুরু করেছিল, আমি গির্জায় গিয়েছিলাম এবং খ্রিষ্টের অনুসারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। যাদের দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ। সেখানে অনাবিল শান্তিময় পরিবেশ এবং আমারও খুব ভাল লাগছিল কিন্তু তখনও আমি অনেক কিছুর দাসত্ব করছিলাম। আমি তখন দিনে দুই থেকে তিন প্যাকেট সিগারেট সেবন করতাম। আমার হৃদয় তখন ব্যথিত ছিল বিধ্বংসী অতিত থেকে ফিরে আসার কারণে। কিন্তু ঈশ্বর দিনের পর দিন আমার মধ্যে বাস করছিল।

আমি প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম এবং একমাত্র তিনিই পারেন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে, যে ব্যক্তি কোন দ্বিধা ছাড়াই নিজের জীবন দান করেছিলেন আমাদেরকে উদ্ধার করতে। আমি ত্রাণকর্ত্তা প্রভুযীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলছিলাম যে আমাদের চারিপাশে বেষ্টিত এবং আজকের দিনে আমি তারই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করছি, আমাকে নতুন জীবনে রূপান্তরিত করেছে এবঙ আমাকে সব কিছু ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি আমাকে কারা থেকে মুক্ত করেছেন। সমস্ত মাদকদ্রব্য ফিরিয়ে এনেছেন এবং যেখানে ছিল আমার শেষ পরিণতি, সেই নরকের দ্বারপ্রান্ত থেকে তুলে এনেছেন।

আজকে, আমি যীশু খ্রীষ্টের পরম সান্নিধ্যে, আমি মৃত্যুর সেই শিকল থেকে আজ সম্পূর্ণ মুক্ত।

"ঈশ্বর আমাকে সবকিছু দিয়েছে, আমি যা হারিয়েছিলাম"

ঈশ্বর আমার জীবনের নতুন অর্থ দিয়েছে। ঈশ্বর আমাকে গুণবতি স্ত্রী এবং দুইজন কন্যা সন্তান দান করেছেন।

আমরা ২০ বৎসর যাবত নিউ ক্যালডেনিয়ায় বাস করে আসছি, এবং আমার মন্ডলিতে আমি ঈশ্বরেরর সেবা করছি। কিন্তু আমার অন্য আর একটা প্রতিশ্রুতি ছিল সাক্ষাৎ করার। ঈশ্বর আমাকে তার সাক্ষ্যবহন করার জন্য ডেকেছিল সমস্ত জায়গায়, সবসময় আমার জন্য ঈশ্বর যত আর্শিবাদ করেছেন।

আমি যা লিখেছি এটা তারই প্রতিফলিত একটা অংশমাত্র, কারণ আমি যে আতঙ্কজনক দুর্বিপাকে পতিত হয়েছিলাম কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অপরিমিয় অনুগ্রহ দান করেছিলেন, মৃত্যুর হাতে থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলেন।

২০০৮ সাল। আমি সমগ্র ফ্রান্স ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আমি সবার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যাবে আমি মৃত্যুর হুমকি দিয়েছিলাম, যখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৭ বৎসর, আপনার

কি স্বরণে আছে? তাৎক্ষণিকভাবে, আমি যখন তাকে দেখলাম আমি জড়িয়ে ধরলাম, তাকে চুম্বন করলাম এবং তার সবকিছু ক্ষমা করে দিলাম। আমরা এখন একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখি। তার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা রাগ রইল না। বিপরীতভাবে, এতকিছু সত্ত্বেও আমি তাকে ভালবাসি যদিও অতিতের সব দুঃখ-কষ্ট এখনও স্বরণে আছে।

ঈশ্বর ব্যতিত এই ধরণের পরিবর্তন কেহই বাস্তবায়ন করতে পারে না।

ঈশ্বর আমার বিদ্বেষ, ঘৃণাকে সত্যিকার ভালবাসায় পরিবর্তিত করেছিল। আমার মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল, কে এর পূর্বাভাস দিতে পারে? কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, যদি আমার জীবনে যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে গ্রহণ না করতাম, আজকে তুমি আমার এই গল্প পড়তে পারতে না, কারণ জীবনে হয়ে উঠছিল দুর্বিসহ, খুব বেশি নিরুপায় এবং ভারসাম্যহীন, এগুলো আমার জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছিল।

এখন, আমি ঐ সমস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলব, যারা গভীর যন্ত্রণা চরম অসহায়, মৃত্যু যাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করছে, যারা দুর্বল নীতিতে আবদ্ধ, আপনি কখনোই একাকি এরমধ্যে থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না, বাইবেলের ইফিসিয় ৬:১২ পদে বলে, ***"কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অধিকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে"।***

যদি আমরা ঈশ্বরের উপর আস্থা না রাখি তাহলে মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত কোন শক্তি থাকবে না, এবং তখন শুধু মাত্র আমাদের শারিরক এবং আত্মিক মৃত্যুর প্রতিক্ষায় থাকতে হবে।

আপনি যদি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের আনুগত্য হন এবং তাকে আহ্বান জানান আপনাকে পরিচালনার এবং পথ দেখানোর জন্য, অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আপনার ঈশ্বরের নিকট সমর্পিত করতে পরেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন তার বাহু সম্পসারিত হবে এবং জড়িয়ে ধরে আপনাকে মুক্ত করবে। আপনি কখনো নিরাশ হবেন না, অনেক খারাপ পরিস্থিতিতে হলেও জীবনকে আগলে রাখুন। ঈশ্বরের আপনাকে বিজয়ী করবে।

যারা বিভিন্ন অসুস্থতায় জর্জরিত তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনিও ঈশ্বরের হাতে আপনার জীবনকে সমর্পণ করতে পারেন। অবশ্যই, আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কোন একদিন আমাদের সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, কারণে আমরা ক্ষণস্থায়ী এবং এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে এবং তোমার সময় যদি নাও হয়, তারপরেও ঈশ্বরের এই বাক্য তোমার অন্তরে ধরে রাখতে হবে।

যিশাইয় ভাববাদির পুস্তকে ৫৩ঃ৪-৫ পদে এক কথা লেখা আছে, ***“সত্যই আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি, বহন করিয়াছেন, তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বরকর্তৃক প্রতারিত ও দুঃখার্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল”।***

এবং আরো বলা হয়েছে; গীতসংহিতা ১০৩ঃ১-৩ পদ ***“হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; হে আমার প্রাণ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর তাহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর। হে আমার প্রাণ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর তাহার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না। তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন, তোমার জীবন মুক্ত করেন দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন। তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন, ঈগল পক্ষির ন্যায় তোমার পড়ুন যৌবন হয়। সদাপ্রভুর ধর্ম্মকার্য সাধন করেন উপদ্রুত লোকদের পক্ষে বিচার নিস্পত্তি করেন”***।

আপনি যীশুকে আহ্বান জানান আপনার শরীরকে স্পর্শে করতে এবং সমস্ত অসুস্থতা থেকে মুক্ত হউন। প্রকৃতভাবে আত্মায় বিশ্রাম রাখুন কারণ এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা সমূহই আপনার জীবনের সাক্ষ্য বহন করতে পারে। শাস্ত্রে লেখা আছে ঈশ্বরের কাজ অর্জনের জন্য অপেক্ষা কর “সদাপ্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশা করা, নীরবে অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল” বিলাপ ৩:২৬ পদ।

আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলতে পারি আমার জীবনে বেশ কয়েকবার রোগ নিরাময়ের অলৌকিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই বইটির মাধ্যমে আমার সাক্ষ্য সবাইকে জানাতে চাই।

২০০5 সালে, আমি যখন গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। আমার নাকের ভিতরে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল এবং বেশ কয়েকদিন আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। ব্যথার তীব্রতা এতটাই ছিল যে এটা আমার মস্তিস্কে আঘাত করছিল এবং আমি কোনভাবেই আমার চোখ খুলতে পারতাম না, কারণ হচ্ছে আলোর দিকে তাকালে আমার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যেতো। আমি কয়েকদিন কোন কিছুই না খেয়ে অতিবাহিতত করেছিলাম।

আমার স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া শুরু হয়েছিল, আমার অতীতের কোন কিছুই স্মরণ করতে পারছিলাম না, আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম এবং ধীরে ধীরে আমার কথা বলাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ল ।

আমার বড় কন্যা আমাদের পারিবারিক ডাক্তারকে ডাক দিলেন এবং সাথে সাথে ডাক্তার চলে এলেন এবং আমার পাশে এসে বসলেন । সে ধারণা করল, আমার মস্তিস্কে টিউমার হয়েছে এবং এই মুহুর্তে হাসপাতালে যাওয়া দরকার এবং সেখানে বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে (স্ক্যানিং, লামবার, পাংচার ইত্যাদি) । এবং আমারা তাই করলাম ।

কয়েক ঘন্টা পরে এলো ডাক্তার সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টগুলো নিয়ে । তখন আমার স্ত্রী আমার পাশে বসা ছিলো এবং আমরা দেখলাম "Herpetic Meningoencephelitis" । এটি এমন একটি রোগ যেটা মস্তিস্ককে দিন দিন অকার্যকর করে ফেলে ।

ডাক্তার খোলামেলাভাবেই এই রোগটি সম্পর্কে আমাকে বললেন কারণ পরবর্তী ১৫ দিন আমাকে অনেক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবন করতে হবে । এই রোগের গুরুতর প্রভাব এবং কতদিন সময় লাগতে পারে সুস্থ হতে সে বিষয় কোন

কিছুই বলতে পারলাম না এই রোগের ঔষধ আবিস্কারের পূর্বে ৭০% মানুষ মারা যেত এবং যারাও বেঁচে থাকতো তারা Neuropschologic দ্বারা আক্রান্ত হত ।

আমি এবং আমার স্ত্রী সবসময়ই ভেবেছিলাম আমাদের পারিবারিক ডাক্তার এবং নিউরলজিকই দুজনে কেহই আমাদের সত্য বলেনি । হাসপাতালের এর বিছিন্ন জীবন গুরুতর অসুস্থতার আভাস দিচ্ছিল ।

অল্প কিছুক্ষণ পরে, ডাক্তার আমরা কয়েক মিটার আয়তন ছোট একটা কক্ষে নিয়ে গেল, এটা সম্পূর্ণ পৃথককৃত । সেবিকা এবং সহকারিগণ তারা মুখে মাস্ক এবং হাতে গ্লাভস্ পরে আমার নিকট আসলো । আমার শরিরের মধ্যে বহমান তেজস্ক্রিয়তা অনুভব করলাম ।

আমি দীর্ঘক্ষণ একা ছিলাম, এবং অনেক জোড়ালোভাবে আমার ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুকে বললাম আমাকে আরোগ্য দান কর । আমার চারপাশে যা কিছুই ঘটেছিল আমি শান্তিতেই ছিলাম ।

দিন দুয়েক পরে, আমাকে অন্য একটি সেবা প্রদান-এর জন্য পাশ্ববর্তী কক্ষে নিউরোলজি বিভাগে স্থানান্তররের সময় দৈবক্রমে একজন ডাক্তারের সাথে দেখা হয়ে গেল । সে আমার পেশা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জানত । তিনি আমাকে খুব ভাল যত্ন নেন এবং আমাকে দেওয়া প্রত্যেকটি চিকিৎসা সম্পর্কে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিল । এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় যেগুলো গোপন রাখা হয়েছিল । আমি আদৌও বুঝতাম না । হয়তো দুরারোগ্য কোন ব্যাধি ।

কিন্তু দিন পেরিয়ে গেছে, আমার পরিবার এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাই বোনেরা, এখন আমার জন্য প্রার্থনা করছে ।

হাসপাতালের যে বিভাগে আমি ছিলাম, খুব দ্রুতই আমি সেরে উঠছিলাম এবং মেডিকেল টিম এটা দেখে অবাক হচ্ছিল । মাত্র দুই সপ্তাহ চিকিৎসা নেবার পরে আমি ভাল বোধ করলাম । আমি এবং আমার পরিবার যা ধারণা করেছিলাম তার কোন কিছুই ঘটল না, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ । কিন্তু ডাক্তার আমাকে হাসপাতাল ছাড়াতে দিতে চাইল না । সে আমাকে বলল তোমাকে এখন অষ্ট্রেলিয়া যেতে হবে এবং পুনরায় MRI করে নিশ্চিত হতে হবে তোমার মধ্যে ক্ষতিকর কোন কিছু এখনও আছে কিনা ।

আমি এবং আমার স্ত্রী কেহই যেতে চাইলাম না, কারণ আমাদের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোড়াজুড়ি শুরু করল ।

তার কয়েকদিন পরে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করলাম । আমরা অদৌও কোন বিস্ময় প্রকাশ করলাম না, যখন ডাক্তার আমাদের ডাকলেন এবং ফলাফলগুলো পড়ে শোনালেন, যার মধ্যে কোন রোগের চিহ্নও পাওয়া গেল না ।

আমরা একবারের জন্য অবাক হলাম না কারণ, আমরা জানতাম ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে আছেন এবং তিনিই আমাদের মুক্ত করবেন । আমি সেখানে একটা জিনিস করেছিলাম । আমি যে অফিস কক্ষে বসা ছিলাম সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং চিৎকার করে বললাম "ধন্যবাদ প্রভু...তুমি কতই মহান" ।

আমরা এভাবেই অসুস্থতা থেকে মুক্ত হতে পারি । আপনি যদি বিশ্বাস পূবর্ক কোন কিছু যাচঞা করেন এবং ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনে, আপনি যে কোন কিছুতেই অগ্রসর হতে পারবেন ।

যদি ঈশ্বর আমাকে অনুমতি দেন, আমি খুব শীঘ্রই আর একটি বই আপনার সামনে উপস্থাপন করবো কিভাবে আমার কন্যা জীবন ফিরে পেয়েছিল নিশ্চিত মৃতের হাত থেকে এবং অন্যান্য অনেক আশ্চর্যজনক আরোগ্য লাভ ।

আমি এতসব কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে ঈশ্বরের সাথে সহজভাবে কথা বলতে বলব, যেভাবে ঈশ্বর আমাকে পথ দেখিয়েছিল ।

আজকের দিনে আপনি যদি কোনকিছুতে ভুগে থাকেন যেটা হতে পারে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি, মাদক, অ্যালকোহল, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি অথবা যে কোন ধরনের খারাপ অভ্যাস । আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো যীশুর পথে ফিরে আসার জন্য । ঠিক যেমনটা ঘটেছিল আমার বেলায়, আপনি তাকে আমন্ত্রণ জানান সাহায্যের জন্য এবং

সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা চান, আপনি বুঝতে পারবেন আপনার হৃদয় তার ভালবাসার উপস্থিতি ।

এবং আমি নিশ্চিত বলতে পারি ঈশ্বর আপনার সমস্ত জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে ।

আমি এভাবে বলতে পারেন "দয়াময় ঈশ্বর, যীশু, আমর ত্রাণকর্ত্তা, আমাকে ধর এবং সাহায্য কর । জন্মাবধি, তুমিই আমকে সবচেয়ে ভাল জান অন্য যে কারও চেয়ে । তুমি আমার দুর্ভোগ সম্পর্কে জান এবং তুমি আমাকে সেখান থেকে মুক্ত কর যেগুলো আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে । একটি নতুন সৃষ্টির মধ্যে আমাকে পরিবর্তন কর । আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে পরিচালনা দান কর । আমেন । ।

সমস্ত প্রশংসা এবং গৌরব ঈশ্বরের এটা বলে আমি এই পুস্তিকা শেষ করতে চাই, আমার ঈশ্বর যে আমাকে অনন্তকাল অবধি রক্ষা করবে । আমাদের সবসময় মনে রাখা

উচিত ঈশ্বর তার একজাত পুত্রকে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে উদ্ধার করতে। যদি আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না পেতাম তবে এই বই লিখতাম না। আমাকে আমি একজন সুখি মানুষ ভাবি যার নতুন জন্ম হয়েছে এবং উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রভুর সেবা করছি।

অবশ্যই আমরা অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে হাজারো বাঁধা-বিপত্তি, অবিচার জর্জরিত। কিন্তু তারপরেও ঈশ্বর আমাদের শান্তি দিয়ে থাকেন। আমাদের পরাক্রমশালী ঈশ্বর আমাদের এমন একটি সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যেখানে আপনার কোনকিছুর অভাব থাকবে না।

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়”। যোহন ৩ঃ১৬ পদ।

“অতএব খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজ-দূতের কর্ম্ম করিতেছি; ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতেছেন; আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও”। ২ করিন্থীয় ৫ঃ২০ পদ।

আমার সাক্ষ্য শেষ।

আপনার যদি কোন জিজ্ঞাসা থেকে থাকে, অথবা খ্রীষ্টের অনুসারিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে, অনুগ্রহ পূর্বক যোগাযোগ করুন । আমাদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি

পলাশ ব্যানার্জী
+৮৮০ ১৭৩২৩৯৫০২৮
palash_banerjee10@yahoo.com

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

জুলিয়ানা টিসারব
পাষ্টার মাইকেল পিমবি
আমার স্ত্রী ডেভী
ওয়্যেগুণ ম্যাগিলা
এ্যালেন এন্টোয়ার্ড
পাষ্টার অবদিলিহি ফারহা

আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ যারা এই সাক্ষ্য দেবার জন্য মুল্যবান পরামর্শ এবং প্রার্থনায় স্থীর করেছেন ।

ঈশ্বরের প্রশংসা এবং গৌরব হউক ।

উইলিয়াম থেরন

আমি ১৯৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলাম, ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় ভেলান্সীয়াতে। এই গল্পটি বলা হয়েছে আমরা শৈশবের কঠিন বাস্তবতা কে ঘিরে হানাহানি নির্যাতন ছিল প্রতিদিনের অংশ বিশেষ। আমার চোখের সামনে আমার মাকে প্রহার করা হতো।

আমার মা তার তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা অত্যন্ত দারিদ্রতা এবং চরম কষ্টের জীবন অতিবাহিত করেছি।

আমি একজন তরুন বালক হিসাবে, শুধুমাত্র সামান্য কয়েকটি টাকা রোজগারের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে করেছি। আমি খুব দ্রুত অধ্যাবসায়ের সাথে সাহস সঞ্চয় করলাম এবং ব্যবসায়ে সফলতা পেলাম। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমি নরকের দ্বার প্রান্তে পতিত হলাম।

আমার এই বইটি আশা জাগাবে যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতই পরিবর্তন চায়।

আপনার পড়াকে উপভোগ করুন।

উইলিয়াম থেরন

একটি রূপান্তরিত
জীবনের গল্প